ভালবাসা প্রেম এবং ইত্যকার ব্যাপার

জসিম মল্লিক

প্রস্ফুটিত কমলের মতো যার আশ্চর্য আনন। মনে হয় এখনই মধুকর গুনগুন করে উড়ে এসে ভুল করে ফুল ভেবে বসবে ওই আননে। এইভাবে পুরুষের স্তবকতা শুরু হল, শেষ হল না আজও। কত ভুর্জপত্র, তালপাতার পুঁথি, কত কাগজ আর কলমের কালি খরচ হয়ে গেল, রচনা হল কত কাব্য, মহাকাব্য, নাটক, উপন্যাস। উপমায় উপমায় চাঁদ, ফুল, শ্রাবস্তির কারুকার্য গেল ফুরিয়ে। পুরুষ দমেনি এখনও।

দেখন সুন্দরী না হলেও হয়। হয়তো মুখে জুতসই একটা তিল বা আঁচিল, ঠোঁটের একটু অভিমানী ভাঁজ, মুখের ডৌল, চোখ বা চাহনি, হয়তো বা গজদন্ত, গালের টোল কিছু একটা হলেই হল। বোকা পুরুষ তাই নিয়ে মাতল, মজল, পাগল হল। ডোবাল জাহাজ, ছারখার করে দিল দেশ, লাগাল ধুন্ধুমার যুদ্ধ। না পারলে হয়তো মদ খেয়ে হল দেবদাস বা কবি, আত্মহত্যা করে বসল, পাগল বা সাধু হয়ে গেল।

আবার কোনও পুরুষ বিরলে বসে একটিবারও ভাববে না যে মেয়েটির কথা, এক লাইন কবিতাও কোথাও লেখা হবে না যার জন্য তারও একদিন বিয়ে হয়ে যাবে। প্রকৃতির নিয়মে ছেলেপুলে হবে, সংসার করবে। কিন্তু প্রেম হবে না। নারী যে প্রেমের মর্ম বোঝেনা বোকা পুরুষেরা তা কোনকালেই জানবে না। প্রেমের অর্ন্তনিহিত সৌন্দর্য কোনকালেই নারীরা অনুধাবন করবে না। জাগতিক বিষয়াবলীর মধ্যেই তাদের প্রেমের স্বরুপ।

আসলে প্রেম একটা ফুসমন্তর বই তো নয়, হুস বলতেই উড়ে যায়। ফঙ্গবেনে জিনিস। খিদে তেষ্টা বাহ্যে পেচ্ছাপের মতোও স্থায়ী জিনিস নয়। তাইতো এক জীবনে প্রেম অনেকবার পাশ ফেরে। প্রেম ভালবাসার রহস্য খুব ভাল বোঝাও যায় না। শুধু বোঝা যায়, ওসব বিয়ে পর্যন্ত গড়ায়, তারপর থমকে যায়। কাজেই ভাব ভালবাসা নিয়ে উচ্চবাচ্য করার কিছু নেই। এই যে মানুষ এত শেখে, এত তড়পায়, এত কাজকর্ম করে কিন্তু শেষ অবধি তাকে মনের ভুত ভয় দেখাতে থাকে। মনই তাকে খায়। মনের সঙ্গে আজও পেরে উঠল না মানুষ। মানুষ তো কত কী জানল বুঝল, কত কেরদানিই দেখাল, কিন্তু শেষ অবধি নিজের মনের কাছে জব্দ হয়ে রইল। মনের কাছে প্রেমের ভেলকি হার মানল।

২

কথা।

দুনিয়ার এক আশ্চর্য জিনিস। মনের মধ্যে ভাবের যেসব গ্যাঁজলা ওঠে সেগুলো এই যে দিব্যি ভাষায় ভেসে ওঠে, ভাবলে অবাক হতে হয়। কথা জিনসটা কে আবিষ্কার করেছে কে জানে। খুব ভাল জিনিস। চারিদিকে যে সব কথা শোনা যায় সেগুলোর বেশির ভাগই কিন্তু আগড়ম বাগড়ম। তবে তার মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ দু-চারটে কথা খচ করে মনের মধ্যে গেঁথে যায়। দোকানপাটে, রাস্তায় ঘাটে, চেনা অচেনা লোকের কথা মন দিয়ে শোনার মতো।

যদিও বেশির ভাগই ফেলে দিতে হয়, গারবেজ। দুটো চারটে থাকে, ভদ্রলোক হোক বা ছোটলোক, লেখাপড়া জানা হোক বা মুখ্য-সুখ্যই হোক এক একজন এমন মোক্ষম কথা বলে বসে যে আক্কেল গুরুম হয়ে যায়। কথা তো নয়, যেন কুন্ডুল।

মানুষ যে কত কথা বলতে পারে। কথার মারপ্যাঁচে কতজন ঘায়েল হয়ে যায়। নিঃস্ব হয়ে যায়। আবার কথার মাধুর্যে মুগ্ধও কম হয় না। সুন্দর সুন্দর কথা দিয়ে প্রেমের বানী তৈরী হয়। তৈরী হয় বক্তৃতা। ভাবে আহা জীবন কত সুন্দর, কত তাৎপর্যময়। আবার কথাই কেড়ে নেয় জগতের সব আলো সব আনন্দ। ব্যর্থতার তরী ভাসিয়ে চোখের জলে ভাসতে থাকে।

কথা দিয়ে জাহির করল কতজন নিজেকে। কথা আছে বলেই মানুষ কত কেরদানি দেখাল। কত বাগড়ম্বর করল। কথা দিয়ে পরাভুত করল প্রতিপক্ষকে। ভালবাসার কথা বলল প্রিয়তমকে। কথা আছে বলেই যে কেউ রাজা উজির হয়ে যেতে পারল। কথা আছে বলেই শত্রু শত্রু খেলা চলল। আবার কথার অসাধারন বানী দিয়ে পৃথিবীকে মহিয়ান করে তুলল। সঠিক পথ দেখাল কত মনিষী। কথার আবেদন অসাধারন।

৩.

আবার ধরা যাক ডি এন এ, জিন বা শুক্র কীটের কথা। কী অশৈলী কান্ডকারখানা! জীবানুর মতো ছোট এক চীজ, তার মধ্যে প্রাণ। শুধু প্রাণই বা কেন। তার মধ্যে স্বভাব, চরিত্র, মেধা, সব প্রোগ্রাম করা আছে। মাতৃগর্ভের ভ্রুণ থেকে কত বড় মানুষটা হয়ে দাঁড়ায় একদিন। বংশগতির এই প্রবহমানতার কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। কত কাল, কত যুগ আগে সৃষ্টি হয়েছিল মানুষ, তখন থেকে তার চলা, অলিম্পিক মশালের মতো প্রাণ চলেছে, প্রাণ থেকে প্রাণ, ফের প্রাণ থেকে প্রাণে।

কোন হাজার বছর আগে ছিল পূর্বপুরুষ, হয়তো বর্বর, ন্যাংটো, ভাষাহীন, সভ্যতাহীন। কেউ তার নামও জানে না। নামই ছিল না হয়তো। তার থেকে ধারা বয়ে এত দুর এল! জগতের সব মানুষের টিকি বাঁধা কোনও অজানা অন্ধকার যুগের এক অনামা মানুষ আর অজানা নারীর কাছে। আদম বা ঈভ হতে পারে তারা। বা অন্য কেউ।

এই যে ভালবাসা নিয়ে আজকাল যত বড় বড় লেকচার দেয় লোকে, কিন্তু ভালবাসা কি সোজা জিনিস! তার পিছনে কত ত্যাগ, ধৈর্য, অধ্যবসায় থাকে, কত সেবা, কত স্বার্থহীনতা। এ যুগের হালকা মনের বেলুন-মানুষেরা তা কী করে বুঝবে! তাইতো ভালবাসা গড়ে আবার ভেঙ্গে দেয়। ফিরিয়ে নেয় সকল প্রতিশ্রুতি।

৪.

নারী। কন্যা জায়া জননী।

এই যে এতক্ষন এত কথা বলা হলো প্রেম ভালবাসা ইত্যকর বিষয় নিয়ে এবার তার কারনটা বলা যাক। এই লেখার মধ্যে অনেক অসংলগ্নতা আবিষ্কৃত হতে পারে। অনেক অপ্রসাঙ্গিক ব্যাপারও হয়ত ঢুকে পড়েছে। তা হোক। যে কারনে লেখার অবতারনা সেটা বলা যাক।

আমার একজন বন্ধু আছে। প্রবাসী। আমি কখনও স্টাটাস, অর্থ বা রুপ দেখে কারো সাথে বন্ধুত্ব করিনা। কারন এসব অনেক দেখা হয়েছে। দেখতে দখতে ক্লান্ত। আমি বন্ধুত্ব করি মন দেখে। সুন্দর মনের হলে যে কারও সাথে বন্ধুত্ব হতে ক্ষতি নেই। ধর্ম বর্ণ বয়স নির্বিশেষে। তাছাড়া বিখ্যাতদের সাথে মিশতে আমি খুবই অস্বস্তিবোধ করি। স্বঘোষিত রাজা উজিরদের কাছ থেকে যত দুরে থাকা যায় তত নিরাপদ। এজন্য এই বিষম বৈদেশে আমার বন্ধুর সংখ্যা খুবই হাতেগোনা।

যাইহোক। নারী ও ভালবাসা নিয়ে কথা হচ্ছিল।

নারী। সেতা একজন মা'ও বটে। মায়ের জন্য বিদ্যাসাগর নদী পারি দিয়েছিল। মাকে নিয়ে কত গল্প কত গান কত নাটক রচিত হয়েছে।

আমার এই প্রবাসী বন্ধুটি একজন চমৎকার মানুষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী হয়ত তার নেই কিন্তু আছে বিশাল একটি মন। আছে সততা, আছে লড়াই করার তীব্র আকাংখা। এবং মানুষের প্রতি ভালবাসা। এবং যে কারনে সে একজন সফল মানুষ। আমার দেখা প্রবাসে দশজন সফল মানুষের একজন। কানাডারই নাগরিক।

এই বন্ধুটি মাকে হারিয়েছে অনেকদিন। বাবা আবার বিয়ে করে। সৎ মাকেই সে তার নিজের মায়ে মত দেখতে থাকে। সৎ ভাইবোনদেরকেও। মা, সে সৎ হোক আর আপন হোক মাই'তো, সেওতো একজন নারী। এটাই মনে করত আমার বন্ধু। এজন্য সে বিদেশে পরিশ্রম করা সমস্ত অর্থ পাঠিয়েছে মায়ের নামে। সৎভাইবোনদের লেখা পড়া করিয়েছে, বিয়ে দিয়েছে ধুমধাম করে বোনকে, ভাইকে বিদেশ নিয়ে এসেছে লাখ লাখ টাকা খরচ করে। সমস্ত সম্পত্তি করেছে দেশে মা বাবার নামে। ক্যাশ টাকাই পাঠিয়েছে কোটিরও উপরে। এখন সেই মা তাকে সব সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছে। এমনকি দেশে গেলে তার জীবনও নিরাপদ নয়।

প্রশ্ন হচ্ছে এ কেমন মা? এ কেমন নারী? তাহলে ভালবাসা কী অর্থের কাছে হার মেনে যায়? নিশ্চয়ই সবসময় নই কখনও কখনও।

জসিম মল্লিক: অনাবাসী লেখক
Toronto
jasim.mallik@gmail.com